Islamic Religious Council of Singapore

Eid ul-Adha Sermon

29 June 2023 / 10 Zulhijjah 1444H

Preserving our Unity and Solidarity as the Foundation of an Islamic Life

ইসলামিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে ঐক্য ও সংহতির সংরক্ষণ

الله أكبر × ٩ كالي

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.

الحَمْدُ لِلّه الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحِيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُونَ، أُوصِيكُم وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

আল্লাহর প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানা তাআলার আশীর্বাদের জন্য, বিশেষ করে এই পবিত্র মাস ও পবিত্র দিনটিকে উদযাপন করার যে সুযোগ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য, আমরা তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা তাঁর আশীর্বাদপ্রাপ্ত তাই আজকের এই মহিমান্বিত সকালে একসঙ্গে পবিত্র ঈদের সালাত আদায় করার সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

কাজেই, আসুন আমরা সবাই সত্যিকারের আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ সুবহানা তালার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি। আমরা তা শুরু করতে পারি এই আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে, আমরা যে ঐক্য প্রত্যক্ষ করতে পারছি তার জন্য, এবং আজকের এই দিনের অংশ হতে পারার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ সুবহানা তাআলা যেন আমাদের এই ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

আমার ভাই ও বোনেরা,

গত কয়েকদিন ধরে আমরা পবিত্র ভূমিতে হাজীদের হজ্ব পালন করা পর্যবেক্ষণ করতে পারছি। আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে হজ্ব আবার অতিমারীর পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে, সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা আল্লাহর লক্ষ কোটি অতিথিরা পবিত্র ভূমিতে জমায়েত হয়েছেন এবং হজ্ব পালন করছেন।

আপনি ধনী হন বা গরীব হন, উচ্চ পদবীধারী হন কিংবা সাধারণ মানুষ হন তাতে কিছু যায় আসে না। যাঁরা হজ্বের জন্য একত্রিত হয়েছেন তাঁরা সবাই একই পরিস্থিতিতে একই পোশাকে আছেন, ইহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠ করছেন, প্রার্থনা করছেন এবং আল্লাহর করুণা লাভের আশা করছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে ধার্মিকতা ছাড়া আর কোন কিছুতেই মানুষে মানুষে পার্থক্য নেই।

হজ্বের সময় হাজীদের মাঝে বিরাজমান এই অভিন্নতা মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক যা শরীয়া অনুযায়ী অভিপ্রেত।

বস্তুতঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বিদায়ী ভাষণে আমাদের মধ্যে এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে এই ঐক্য ও সংহতির উপর জোর দিয়েছিলেন। সেই ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ্বের সময়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

যার অর্থঃ "হে মানবজাতি, বস্তুতঃ তোমাদের উপাস্য এক। সমগ্র মানবজাতির উৎস আদম এবং হাওয়া। একজন আরববাসীর যেমন আরবীয় নন এমন কোন মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবীয় নন এমন কোন মানুষও তেমনি একজন আরববাসীর চেয়ে শ্রেয়তর নয়; কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের কিংবা সাদার উপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধুমাত্র তাকওয়া ও সৎ কর্মের দ্বারাই একজন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন"। (ইমাম আহমেদ বর্ণিত হাদিস)

আমার সম্মানিত মুসলিম সাথীরা,

যে সংকট সম্প্রতি অতিক্রান্ত হয়ে গেল তা আমাদেরকে ঐক্যের সঠিক অর্থ শিখিয়ে গেছে। এই সংকটের সময় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমে, পরস্পরকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে, এবং যে ভাই-বোনদের সাহায্য দরকার ছিল তাদের প্রতি সম্মিলিতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলাম। কথায় বলে, "দশের লাঠি একের বোঝা"।

সম্মিলিতভাবে এই সাফল্য অর্জন এমন একটা বিষয় যা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আমাদের প্রশংসার দাবীদার। যেমনভাবে আল্লাহ (সুঃ) একবার আনসারদেরকে তাদের ঐক্যের জন্য আল্লাহর আশীর্বাদের কথা ভেবে কৃতজ্ঞ থাকতে স্মরণ করিয়েছিলেন, যে ঐক্য তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে সফলকাম করেছিল, তেমনিভাবে আমাদেরও ঐক্যবদ্ধ থাকার আশীর্বাদের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেছেন,

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

যার অর্থঃ "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং **পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না**। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর – **তোমরা যখন পরস্পরের শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়কে মিলিত করিয়েছিলেন, ফলে তাহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরের ভাই হইয়া গেলে**। এবং তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, এবং আল্লাহ তাহা হইতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এইভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁহার নিদর্শনগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন, যাহাতে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পার"। (সুরা আল-ইমরান, আয়াত ১০৩)

তবে, আমরা যখন ঐক্যের ব্যাপারে আমাদের ধর্মের আহ্বান নিয়ে চিন্তা করি, আমাদেরকে কয়েকটি প্রশ্নের কথা মনে রাখতে হবেঃ আমরা কি সত্যিকার অর্থে ঐক্যের বাস্তবতা বুঝতে

পারি যেভাবে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়? যাবতীয় বিষয়ে সমতাই কি এই ঐক্যের অর্থ? অথবা এটা কি চিন্তা ও মূল্যবোধের বিষয়ে সার্বিক ঐক্যমতের মধ্যে নিহিত?

মোটেও তা নয়, ভাই ও বোনেরা আমার। এই ঐক্য বিশ্বাস এবং মতামতের সম্পূর্ণ ঐক্যমতকে বুঝায় না। কারণ, যদি সকল বিষয়ে একমত হওয়ার মধ্যেই মানবজাতির এই ঐক্য ও সংহতি নিহিত থাকত তাহলে এতদিনে তা ঘটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝা যায় যে আমাদের মধ্যে যে বহুমাত্রিকতা ও পার্থক্য বিদ্যমান তার ভেতরেও সৌন্দর্য আছে। আল্লাহ (সুঃ) বলেছেন,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

অর্থাৎ, "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন, **কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে**"। (সূরা হুদ, আয়াত ১১৮)

এই আয়াত থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তা স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে পার্থক্য, তা চিন্তায় হোক বা যে কারণেই হোক, তা কখনই বিভেদের কারণ হওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ ইসলামে মতপার্থক্যকে বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এতদসত্ত্বেও আমরা আজকাল দেখি অনেক মানুষই বিভেদ সৃষ্টিকারী ও বিপথগামী পন্থায় মতপার্থক্যকে মোকাবেলা করে। কখনও কখনও তা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা নিজেদেরকে সত্য ও ন্যায়ের একক অধিপতি ভাবতে শুরু করে এবং মনে করে যে বাদবাকী সবাই মিথ্যার সাগরে ডুবে আছে। আমার ভাই ও বোনেরা, এই ধরণের মনোভাবের অবস্থান ইসলামিক ঐতিহ্যের থেকে অনেক অনেক দূরে।

অপরদিকে, ইসলাম আমাদেরকে উদার, বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। জেনে রাখুন, প্রতিটি জ্ঞানী মানুষের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য যে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী অথবা অধিক ধার্মিক মানুষ এই পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন। নম্রতার এমন মনোভাবই আমাদের জীবনে ধারণ করতে হবে। ঈমাম শাফীর একটা বাণীতে এই নম্রতার কথাই প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমি আমার মতামতকে সঠিক মনে করি, কিন্তু তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। তেমনিভাবে, যিনি আমার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেন না, আমি মনে করি তিনি ভুল কিন্তু তারও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে"।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ .

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আজ এই ঐক্য বজায় রাখা অধিকতর সংকটাপন্ন ও জটিল হয়ে পড়েছে। এটা এমন একটা যুগ যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আকাঙ্খা ও চাহিদা বেড়েই চলেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক দৃশ্যপটও জটিলতর ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। প্রতিটি বয়স-কোঠার প্রায় প্রতিটি ব্যাক্তিই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই উন্নতি প্রতিটি মানুষকে তার ব্যাক্তিগত চিন্তা-ভাবনা, চাহিদা ও আকাঙ্খাকে মুক্তভাবে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে। মতবিরোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে ধার্মিক নৈতিকতার সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তা না করলে, এইসব মতবিরোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কেবলমাত্র বিভেদের পথেই যাবে।

তবে আমি গুরুত্ব সহকারে এটা বলতে চাই যে কোন ব্যাক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, আকাঙ্খা ও ইচ্ছা প্রকাশের অধিকারকে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই সংযম অনুশীলনের কথা মনে রাখতে হবে, এবং আমাদের মতামত অন্যরা শুনুক শুধুমাত্র এই কারণে আমরা যেন ঐক্যের কথা ভুলে না যাই যে ঐক্যকে আমাদের ধর্মে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আমাদের ঐক্যকে অবহেলা করবেন না কারণ এই ঐক্য আমাদের ধর্মের একটি অত্যন্ত প্রিয় বিষয়।

বর্তমান বিশ্বের ঘটমান সব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সকল বহুমাত্রিকতা মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা কিভাবে ঐক্য ও সংহতিকে সংরক্ষণ করতে পারি?

এই প্রসঙ্গে এখন আমাকে একটি বক্তব্য দিতে অনুমতি দিন যার মাধ্যমে আমরা সামাজিকভাবে আমাদের প্রচেষ্টাগুলিকে কিভাবে কেন্দ্রীভূত করব তা বর্ণিত হয়।

আমাদের প্রচেষ্টাকে যেখানে কেন্দ্রীভূত করতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে, বিশেষ করে মসজিদগুলিকে, শক্তিশালী করা।

মসজিদই ছিল রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর তৈরী প্রথম প্রতিষ্ঠান যা তিনি বানিয়েছিলেন হিজরতের সময় মদীনা শহরে পদার্পন করার পর। রাসুলের তৈরী সেই মসজিদ কেবলমাত্র জামাতে সালাত আদায় করার জায়গাই ছিল না, বরং তা ছিল উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এবং বর্তমান কালেও মসজিদের সেই ভূমিকাই থাকা উচিত।

কোভিড অতিমারীর সময়ের পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আমাদের স্মৃতিতে এখনও অম্লান আছে। মনে করে দেখুন, ভাই ও বোনেরা, তখন আমরা কিভাবে একসঙ্গে ইবাদত করার এবং আল্লাহর (সুঃ) ঘরে বসে ইহতিকাফ করার সুযোগ হারিয়েছিলাম। সেই ঘটনা আমাদেরকে স্মরণ করায় যে একজন মুসলিমের জীবনে মসজিদ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদে জমায়েত

হয়ে মুসলমানরা শুধুমাত্র জ্ঞান লাভই করে না, বরং মসজিদ হল এমন একটা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যা সেখানে আগত সবাইকে একতাবদ্ধ করে।

কাজেই, এটাই সঠিক হবে যে আমরা আমাদের মসজিদগুলিকে সমর্থন জুগিয়ে যাব এবং **সমাজের সবাইকে মসজিদে এসে সময় কাটানোর আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে মসজিদগুলির উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের পথে সাহায্য করব,** যাতে মসজিদগুলি আগত সবার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য নিবেদিত কেন্দ্রে পরিণত হয়। বস্তুতঃ যাঁরা মসজিদে আসবেন তারা বাড়তি পুরস্কারের চেষ্টা করতে পারেন, যেমন ইহতিকাফের পুরস্কার। কাজেই, মসজিদগুলিকে আরও উন্নত করার এবং সেগুলিকে আধ্যাত্মিকতা ও উম্মাহর একতার কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে করা যে কোন প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিতে হবে এবং তা বজায় রাখতে হবে।

আমার প্রিয় মুসলিম সতীর্থবৃন্দ,

দ্বিতীয় যে বিষয়ে আমদেরকে মনোযোগ দিতে হবে তা হচ্ছে ধর্মীয় আলাপ আলোচনার সময় আমাদের পরিপক্কতা ও প্রজ্ঞা।

চিন্তার বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনা করতে হলে প্রয়োজন চিন্তার এবং চরিত্রের পরিপক্কতা। শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, আমাদের মিলের জায়গাটিকেও খুঁজতে হবে। সেটাই আমাদের ধর্মের শিক্ষা, এবং সেটাই ছিল পূর্ববর্তী সময়ের

আলেমদের গৃহীত অবস্থান। শয়তানকে প্রতারণা করার সুযোগ দিবেন না যার ফলে শুরুতে বুদ্ধিভিত্তিক ও বাস্তব একটা আলোচনা হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার কারণে কদর্য আকার ধারণ করতে পারে। এর ফলে আমাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে। এবং তা যদি হয় তা হলে নিশ্চিতভাবে আমরাই ক্ষতিগ্রস্থ হব।

মতবিরোধকে মোকাবেলা করতে হবে পূর্ণ সৌজন্যের সাথে, যেভাবে আমাদের ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয়।

কারও বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে যদি আমাদের অসুবিধা হয়, তাহলে দ্রুত সমালোচনা শুরু না করে প্রথমে সেই বক্তব্যের পেছনের যুক্তি কি তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। শব্দের ব্যবহারে সচেতন হতে হবে এবং এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে আল্লাহ (সুঃ) নারাজ হতে পারেন, যেমন, চিৎকার করে অশ্লীল ও অপমানজনক কথা বলা। এবং এটাও নিশ্চিতভাবে খারাপ হবে যদি আমরা একমত হতে না পেরে কারও সাথে রাগারাগি করি, তার সম্পর্কে কঠোর মনোভাব পোষণ করি, এবং তারপর মনে করি যে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেছি। মূলতঃ এইরূপ আচরণ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আচরণের সাথে একেবারেই মেলে না। আল্লাহ (সুঃ) যেন আমাদের সবাইকে এই ধরণের আচরণ থেকে নিরাপদে রাখেন।

একই সঙ্গে, ধর্ম চায় আমরা যেন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি। ইহাকেই আলেমগণ ফিকাহ আওলায়িয়াত বা অগ্রাধিকারের উপলব্ধি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ হল, কোন কিছুকে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করা। যে সকল বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

কাজেই, ভিন্ন ভিন্ন মত ও আকাঙ্খার মুখোমুখি হলে, আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে হবেঃ এখন কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে? বর্তমান বিষয়ে যাওয়ার আগে কি আরও কোন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন?

শুধুমাত্র এমন সতর্ক ও পদ্ধতিগত চিন্তার সাহায্যেই আমরা মতামতের বিভ্রান্তির মধ্যে আমাদের সঠিক পথ খুঁজে বের করতে পারি। এবং সেখান থেকে আমরা যে কোন পরিস্থিতিতে কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে বা কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করতে পারব।

ভাই ও বোনেরা,

আলহামদুলিল্লাহ! আজ আমরা একটা শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির সমাজে বসবাস করি। কিন্তু এই সম্প্রীতি সহজে আসেনি। বরং, এটা হল আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিভিন্ন মানুষের কঠোর শ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল। কাজেই, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই সম্প্রীতিকে আমরা যেন সহজলভ্য মনে না করি। আমরা যেন অসতর্ক ও আত্মতুষ্টির মনোভাব পোষণ না করি

এবং এমন না ভাবি যে কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই জীবন আমরা যেভাবে চাই সেভাবেই চলবে। আমার ভাই ও বোনেরা, জীবন অতটা সহজ নয়।

বাস্তবতা এই রকম যে বর্তমান জীবনের প্রয়োজনেই আমাদেরকে বহুমাত্রিকতার বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হবে, বিশেষ করে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনা করতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী হিসেবে ধর্মের মূল নীতিগুলি জানতে হবে এবং তার সাথে পরিচিত হতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা সঠিক পথ নির্দেশিকা থাকবে যার ফলে সমাজ সুন্দর ও মসৃণভাবে চলতে পারবে।

আমার ভাই ও বোনেরা, মনে রাখবেন যে নিজেকে দিয়েই সব কিছু শুরু হয়। ভবিষ্যতে আমরা কেমন সমাজ চাই তা নির্ভর করে আমরা ব্যাক্তিগতভাবে ও পরিবার থেকে যে ছোট ছোট প্রচেষ্টা করি তার উপর।

যদি আমরা একটা পূণ্যময় সমাজ চাই, এবং আমরা ধর্ম ও আমাদের দেশের প্রতি অবদান রাখতে চাই, তাহলে আমাদেরকেই প্রথম পদক্ষেপটি নিতে হবে। আমাদের মধ্যে এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী নিশ্চিত করতে হবে আমাদেরকেই।

যদি **দীর্ঘমেয়াদী ঐক্য ও সংহতি** আমাদের আকাঙ্খা হয়, তাহলে তাও শুরু হবে আমাদের কাছেই। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

মহান আল্লাহ (সুঃ) আমাদেরকে সেই শক্তি দিন যাতে আমরা এই সকল ধর্মীয় প্রচেষ্টা বজায় রাখতে পারি, এবং আমরা যেন মুসলিম উম্মাহ, আমাদের সমাজ, ও দেশের মঙ্গলের জন্য অবদান রাখতে পারি।

ইয়া আল্লাহ! আমরা শুধুমাত্র আপনার কাছেই কৃতজ্ঞ। শুধুমাত্র আপনার কাছেই আমরা বিনীত হই। দয়া করে আপনি আমাদের অন্তরে ঈমান বহাল রাখুন, ইয়া আল্লাহ। আপনি আমাদেরকে যে ধর্মানুরাগ দিয়েছেন তাকে আরও শক্তিশালী করুন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহিম,

আপনি আমাদের প্রতি করুণা করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আমাদের সকল ইবাদাত কবুল করুন। আমাদের ইবাদাতে যা কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে তা ক্ষমা করুন। ইয়া রাহমান, আমাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন।

ও আল্লাহ! ইয়া লাতিফ!

সব প্রশ্নের উত্তর, সব সমস্যার সমাধান আপনারই হাতে। শুধুমাত্র আপনিই আমাদের সব আশা ভরসার স্থল। ইয়া আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা যারা অসুস্থ তাদেরকে আপনি সুস্থতা

দান করুন। আমাদের মধ্যে যার ভরণপোষনের অসচ্ছলতা আছে আপনি তাকে সচ্ছলতা দান করুন, ইয়া আল্লাহ। আপনি আমাদের অবস্থান দূর্বল থেকে শক্তিশালী, কঠিন থেকে সহজ, ভীতিকর থেকে শান্তিময়, অপমানজনক থেকে মহিমান্বিত, হতাশ থেকে আশান্বিত, ভেদাভেদ থেকে ঐক্যে, পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথে, এবং অসংগতিপূর্ণ থেকে আমাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকতে শক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ!

আমিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ،
اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

اللهُ أَكبَرَ 7 Xكالي

الحْمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.